পরিশিষ্ট

জীবনীমূলক পরিচিতি

নৃবিজ্ঞানী, ও সামাজিক বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক হিসেবে যাঁদের গুরুত্ব সর্বস্বীকৃত, তাঁদের কয়েক জনের সংক্ষিপ্ত জীবনীমূলক পরিচয় নিচে দেয়া হলো।

আগস্ত কোঁতে (Auguste Comte) (১৭৯৮-১৮৫৭): ফরাসী দার্শনিক, প্রকৃতিবিদ এবং সমাজ বিজ্ঞানের একজন জনক। ভিত্তিস্বরূপকারী এবং ঐক্যসাধনকারী সামাজিক নীতিমালা অন্বেষণের লক্ষ্যে তিনি সোশিওলজি বা সমাজতত্ত্ব পদটি উদ্ভাবন করেন। বর্তমানে যা সামাজিক কিংবা সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞান হিসেবে পরিচিত সেটিকে এই পদ অন্তর্ভুক্ত করে। তাঁর *Cours de Philosophie Positive*'এ (১৮৩০-১৮৪২) তিনি তাঁর দৃষ্টি অনুরূপ সে নীতিমালাগুলো হাজির করেন। এগুলো বিজড়িত তিন ধাপের মনোবৈজ্ঞানিক এবং সংশ্লিষ্ট সামাজিক বিকাশের সঙ্গে: (ক) ব্রহ্মবিদ্যাগত দশা (the theological state) যেটিতে বিশ্বকে প্রত্যক্ষ করা হয় সত্তার নিক্ষেপন হিসেবে এবং যেখানে নেই কোন সামাজিক পৃথকীকরন (খ) অধিবিদ্যামূলক দশা (the metaphysical state) যেখানে শ্রেণীগত পৃথকীকরণের সূত্রপাত এমন সামাজিক দল উৎপাদন করে যাদের রয়েছে মানব অবস্থা নিয়ে ভাবনাচিন্তা করার জন্য উন্মুক্ত সময়, এবং যারা প্রকৃতির নিয়মকানুন এবং অপরাপর বিমূর্ত ধারণা তৈরি করেন এবং (গ) বৈজ্ঞানিক দশা (the scientific state), যেটি বিকশিত হয় শিল্প-ভিত্তিক সমাজে যেখানে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি নতুন পর্যায়ের জ্ঞান তৈরি করে যার নাম হচ্ছে পজিটিভজ্ম। সামাজিক বিবর্তন হচ্ছে জৈবিক বিবর্তনের অনুরূপী, এই ধারণাটির সর্বপ্রথম প্রস্তাবকারীদের একজন হচ্ছেন কোঁতে। তাঁর পজিটিভিস্ট সমাজ বিজ্ঞান ডুর্খাইম এবং টায়লরের উপর প্রভাব ফেলে।

ই ই ইভান্স-প্রিচার্ড (E. E. Evans-Pritchard) (১৯০২-১৯৭৩): বৃটিশ নৃবিজ্ঞানী যিনি ১৯২০ এবং '৩০-এর দশকগুলোতে পূর্ব আফ্রিকায় মাঠ গবেষণা করেন এবং পরবর্তীকালে, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক নৃবিজ্ঞানের অধ্যাপক হিসেবে বৃটেনে তাঁর প্রজন্মের সবচাইতে অগ্রণী নৃবিজ্ঞানী হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন। তাঁর প্রথম প্রধান কাজ ছিল *উইচক্রাফট, ওর্যাকেল্স এ্যান্ড ম্যাজিক এমঙ্গ দি আজান্ডে* (১৯৩৭), এটি অপশ্চিমা ভাবনা পদ্ধতি অভ্যন্তরীনভাবে সুসংহত এবং যুক্তিশীল, এই বক্তব্যের পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করে। তাঁর *দ্য নুয়ের* (১৯৪০), জাতিতাত্ত্বিক রচনার নমুনা হিসেবে অধিক প্রশংশিত। এটিতে তিনি প্রতিবেশবাদী এবং একইসঙ্গে কাঠামোবাদী পন্থা উদ্ভাবন করেন। এটি এবং এর পরবর্তী *কিনশিপ এ্যান্ড ম্যারেজ এমঙ্গ দ্য নুয়ের* (১৯৫১), ক্রিয়াবাদী ঐতিহ্যের বিকাশমান ধারায় রচিত। তাঁর লেখা অপরাপর কিছু বই হচ্ছে: *নুয়ের রিলিজিয়ান* (১৯৫৬), *দ্য সানুসি অফ সায়রেনেইকা* (১৯৫১), *দ্য কমপ্যারেটিভ মেথড ইন সোশ্যাল এ্যান্থ্রোপলজি* (১৯৬৩), *থিওরিজ অফ প্রিমিটিভ রিলিজিয়ান* (১৯৬৫) ইত্যাদি। তিনি শেষ জীবনে ব্যপ্তিবাদী (diffusionism) পন্থার প্রতি ঝুঁকে পড়েন। অপর বহু নৃবিজ্ঞানীর মত ইভান্স-প্রিচার্ড ও কখনো এ বক্তব্য পেশ করেননি যে, ঔপনিবেশিক শাসন অধীনস্ত মানুষজনের উৎকর্ষ সাধনের জন্য একান্ত জরুরী। কিন্তু ঔপনিবেশিকতা-বিরোধী নৃবিজ্ঞানীদের বিশ্লেষণে, তিনি বিজিত লোকজন যে জোরপূর্বকভাবে ভিন্ন জীবন যাপনে বাধ্য হতে পারে সেটা লক্ষ্য না করে ঔপনিবেশিক আধিপত্যের বাস্তবতা অস্বীকার করেছিলেন।

এডওয়ার্ড ডাব ইউ সাঈদ (Edward W. Said) (১৯৩৫–): সাহিত্য সমালোচক এবং রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক। সাঈদের জন্ম ফিলিস্তিনে; গত কয়েক দশক ধরে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করছেন। তাঁর রচিত *ওরিয়েন্টালিজ্ম* (১৯৭৮) প্রচণ্ড খ্যাতি অর্জন করেছে। প্রথাগতভাবে

ওরিয়েন্টালিজ্‌ম বলতে বোঝানো হয় সেসকল বিদ্যাজাগতিক শাস্ত্র – যেমন ইতিহাস এবং তুলনামূলক ভাষাবিদ্যা, যেগুলো 'প্রাচ্য' অধ্যয়নে বিশেষজ্ঞায়িত। সাধারণত প্রাচ্য বলতে বোঝানো হয়ে থাকে এশিয়া, এবং মধ্য প্রাচ্য। সে অর্থে, ইসলাম, বৌদ্ধ এবং হিন্দু ধর্মের নৃবিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞদের প্রাচ্যবাদী পণ্ডিত, গ্রন্থভিত্তিক বিশেষজ্ঞ, এবং ধর্মের ইতিহাসবিদদের সঙ্গে পরিসরের সীমানা নিয়ে বরাবরই দফারফা করে এগুতে হয়েছে (যেমন ধরুন, 'মহান ঐতিহ্য' এবং 'ক্ষুদ্র ঐতিহ্য')। কিন্তু সাঈদ দ্বারা সূচিত একটি শক্তিশালী বাহাসের কারনে, ওরিয়েন্টালিজ্‌ম বলতে এখন বোঝায় একটি নির্দিষ্ট বিদ্যাজাগতিক কাজের ভাণ্ড, যেটি উনবিংশ শতকের ঔপনিবেশিক আধিপত্যের ছায়াতলে গঠিত। এটি ইউরোপীয় সাম্রাজ্যের আনুষ্ঠানিক কাঠামোর অবসানের বহু বছর পরও বর্তমান। এটিতে 'প্রাচ্য' এবং 'প্রাতীচ্য' হচ্ছে গৎবাঁধা, তাদের ইতিহাস এবং কার্যকারিতা (এজেন্সি) হচ্ছে অস্বীকৃত। এটি এমনভাবে পরিবেশিত যেটি প্রাচ্যে পাশ্চাত্যের স্বার্থ প্রকাশ করে। *ওরিয়েন্টালিজম* প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে, প্রায় প্রতিটি নৃবিজ্ঞানীর অ-ইউরোপীয় মানুষজনের গৎবাঁধা বিদ্যাজাগতিক পরিবেশনের সঙ্গে ঔপনিবেশিক এবং অর্ধ-ঔপনিবেশিক রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক আধিপত্যের মুখোমুখি হতে হয়েছে। তাঁর লিখিত অন্যান্য কিছু বই হ'ল: *দ্য ওয়ার্লড, দ্য টেক্সট এ্যান্ড দ্য ক্রিটিক* (১৯৮৩), *কালচার এ্যান্ড ইমপিরিয়ালিজম* (১৯৯৩)

এমিল ডুর্খাইম (Emile Durkheim) (১৮৫৮-১৯১৭): ফরাসী সামাজিক দার্শনিক যাঁর চিন্তা সামাজিক বিজ্ঞানের প্রতিটি পরিসরে প্রচণ্ড প্রভাব ফেলেছে। তিনি ফরাসী সমাজবিজ্ঞান এবং নৃবিজ্ঞানের জনক। ডুর্খাইম নিজে যেমন কোঁতে এবং স্পেন্সার দ্বারা প্রভাবিত আবার তাঁর নিজের কাজও ফরাসী এবং বৃটিশ ধারায় বিরাট প্রভাব ফেলেছে। সমাজ বিজ্ঞানকে একটি স্বতন্ত্র জিজ্ঞাসার পরিসর হিসেবে প্রতিষ্ঠায় নিরন্তর চেষ্টারত ছিলেন। সমাজ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে, ট্যালকট পারসন্স ডুর্খাইমের ক্রিয়াবাদী তত্ত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়েছেন। পক্ষান্তরে, নৃবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রথমে র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউনের মাধ্যমে, এবং পরে অপরাপর সামাজিক নৃবিজ্ঞানীদের মাধ্যমে কাঠামো-ক্রিয়াবাদী ধারা ডুর্খাইমের ভাবনা-চিন্তা দ্বারা প্রভাবিত। তিনি তাঁর চারপাশে একদল নিষ্ঠাবান শিক্ষার্থী জড়ো করেন, যাঁদের মধ্যে ছিলেন তাঁর nephew (ভাই/বোনপো) মার্সেল মস্। এই শিক্ষার্থীরা নিজেদের গবেষণা কাজ Annee Sociologique জার্নাল-এ প্রকাশ করেন। তাঁর প্রধান গ্রন্থ হ'ল: *দ্য ডিভিশান অফ লেবার ইন সোসাইটি* (১৯০২; ইংরেজী অনুবাদ ১৯৩৩), *দ্য রুলস্ অফ সোশিয়োলজিকাল মেথড* (১৮৯৫, ইংরেজী অনুবাদ ১৯৩৮), *সুইসাইড* (১৮৯৭, ইংরেজী অনুবাদ ১৯৫১), *প্রিমিটিভ ক্লাসিফিকেশান* (১৯০৩, ইংরেজী অনুবাদ ১৯৬৩), এবং *দি এলিমেন্টারি ফর্মস্ অফ রিলিজিয়াস লাইফ* (১৯১২, ইংরেজী অনুবাদ ১৯২৫)।

এ্যাল্ফ্রেড রেজিনালড র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউন (Alfred Reginald Radcliffe-Brown) (১৮৮১-১৯৫৫): বৃটিশ সামাজিক নৃবিজ্ঞানের প্রধান ব্যক্তিদের একজন; কাঠামো-ক্রিয়াবাদী দৃষ্টিভঙ্গি তৈরিতেও তাঁর ভূমিকা প্রধান। তিনি ইংল্যান্ডে জন্মগ্রহণ করেন, কেম্ব্রিজে শিক্ষালাভ করেন। সেখানে স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থী হিসেবে তিনি নৃবিজ্ঞানে পড়াশোনা আরম্ভ করেন। তাঁর কাজ ডুর্খাইম দ্বারা প্রভাবিত; কিছু মাত্রায় কোঁতে এবং ফ্রেজার দ্বারাও। তিনি ১৯০৬-১৯০৮ পর্যন্ত আন্দামান দ্বীপে মাঠ-গবেষণা করেন এবং ১৯১০-১৯১২ পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়ায়। ম্যালিনোস্কির মত, র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউনও নৃবিজ্ঞানের বিবর্তনবাদী ধারার বিরোধিতা করেন, এবং সামাজিক জীবনের নিয়মের প্রতি ক্রিয়াবাদী দৃষ্টিভঙ্গির পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করেন। তাঁর দৃষ্টিতে, সংস্কৃতি প্রত্যয়টির মূল্য ছিল নগণ্য, তিনি অধিক গুরুত্ব প্রদান করেন সামাজিক কাঠামো নামক প্রত্যয়টির উপর, এই অগ্রাধিকার প্রদান বৃটিশ সামাজিক নৃবিজ্ঞান গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তিনি ডুর্খাইম-এর বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যয় ধার করেন, যার মধ্যে ছিল সামাজিক বাস্তবতা-র প্রত্যয় এবং সমাজের একটি ডুর্খাইমীয় ক্রিয়াবাদী মডেল। তাঁর প্রধান কাজ: *দি এ্যান্ডামান আইলেন্ডার্স* (১৯৪৮), *মেথড ইন সোশ্যাল এ্যান্থ্রোপলজি* (১৯৫৮), এবং *স্ট্রাকচার এ্যান্ড ফাঙ্কশান ইন প্রিমিটিভ সোসাইটি* (১৯৬৫)।

<u>কার্ল হাইনরিখ মার্ক্স</u> (Karl Heinrich Marx) (১৮১৮-১৮৮৩): জার্মান বিপ্লবী চিন্তক এবং সামাজিক বিজ্ঞানের একজন প্রতিষ্ঠাতা, যাঁর কাজ রাজনৈতিক দর্শন, সমাজতত্ত্ব এবং অর্থনীতি, এ সকল পরিসরে ব্যাপৃত। মার্ক্স প্রুশিয়ার রাইন প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন; তিনি মৃত্যুবরণ করেন লন্ডনে। ফ্রাইডরিখ এঙ্গেলস সহ মার্ক্স ছিলেন সেই সামাজিক এবং অর্থনৈতিক দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা যেটি তার নাম ধারণ করে। জার্মানিতে শিক্ষাগ্রহণ করে মার্ক্স অল্প সময়ের জন্য প্যারিসে যান; তারপর ব্রাসেল্‌স এবং কলোন হয়ে লন্ডনে পাড়ি জমান, বাকি জীবন সেখানেই কাটান। প্যারিসে থাকাকালীন অবস্থায় তাঁর এঙ্গেলসের সাথে আজীবন কমরেডপনার সূচনা ঘটে, এবং দুজনে মিলে *দ্য হোলি ফ্যামিলি* (১৮৪৫) এবং *দ্য জার্মান আইডিওলোজি* (১৮৪৫-৬) লিখেন। ১৮৪৮ সনের বৈপ্লবিক সময়কালে এবং তার পরবর্তী বছরগুলোতে, মার্ক্স এবং এঙ্গেলস রচনা করেন *কম্যুনিস্ট ম্যানিফেস্টো* (১৮৪৮)। এটি লেখা হয়েছিল বৈপ্লবিক কম্যুনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক প্রকল্প হিসেবে। ইংল্যান্ডে থাকাকালীন সময়ে, মার্ক্স রাজনীতি এবং অর্থনীতি অধ্যয়নে মনোযোগী হয়ে পড়েন যা কিনা মার্ক্সবাদী সামাজিক তত্ত্বের আকর গঠন করে। *গ্রুন্ডরিস* (১৮৫৭-৮), *কনট্রিবিউশান টু দ্য ক্রিটিক অফ পলিটিকাল ইকনোমি* (১৮৫৯)এবং *ক্যাপিটাল* (তিন খন্ড, ১৮৬৭-১৮৯৪) এই সময়ে রচিত। ১৮৬৪-১৮৭২, এই সময়কালে মার্ক্স ফার্স্ট সোশিয়ালিস্ট ইন্টারন্যাশনাল-এ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাঁর সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে *ডাস ক্যাপিটাল* যেটি আধুনিক যুগের স্থানচ্যুতকরণসমূহকে একটি একক ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত করে: শিল্প-ভিত্তিক পুঁজিবাদের বিকাশ এবং সম্প্রসারণ। তিনি আধুনিক যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ চিন্তকদের একজন।

<u>ক্লদ লেভি-স্ট্রস</u> (Claude Levi-Strauss) (১৯০৮ -): বেলজিয়ামে জন্মপ্রাপ্ত ফরাসী নৃবিজ্ঞানী; নৃবৈজ্ঞানিক কাঠামোবাদের জন্মদাতা। তাঁর কাজ অত্যন্ত প্রভাবশালী, কেবলমাত্র নৃবিজ্ঞান নয় বরং সামাজিক বিজ্ঞানের অপরাপর শাস্ত্রে এবং সাহিত্য তত্ত্বে। প্যারিসে আইন এবং দর্শন পড়ার পর, লেভি-স্ট্রস ব্রাজিলে যান, এবং *ট্রিসটেস ট্রপিক* (১৯৫৫) গ্রন্থে ব্রাজিলের ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে তাঁর যে অভিজ্ঞতা, সেটি নথিভুক্ত করেন। *দি এলিমেন্টারি স্ট্রাকচার্স অফ কিনশিপ* (১৯৪৯, অনুবাদ ১৯৬৯) গ্রন্থে তিনি জ্ঞাতিত্ব এবং বিবাহের অধ্যয়নে গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক অগ্রসরতা প্রদর্শন করেন। পরবর্তী কাজে, তিনি কাঠামোবাদী পদ্ধতির অধিকতর উন্মোচন ঘটান: ভাষাভিত্তিক তত্ত্বের সঙ্গে এর সংযুক্ততা, এবং অপরাপর পরিসরে এর প্রয়োগ। তার সঙ্গে যুক্ত ছিল ভাবনা এবং প্রতীকবাদের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপন। এরই ফলশ্রুতি হিসেবে তিনি উৎপাদন করেন: *স্ট্রাকচারাল এ্যান্থ্রোপলজি* (১৯৫৮, অনুবাদ ১৯৬৮), *টোটেমিজম* (১৯৬২, অনুবাদ ১৯৬৩), এবং *দ্য স্যাভেজ মাইন্ড* (১৯৬২, অনুবাদ ১৯৬৯)। তার পর প্রকাশিত হয় চার খন্ড *মিথোলজিক* (১৯৬৪-৭২) যেটি পুরাণের একটি বিশাল ভাণ্ডারে কাঠামোবাদী বিশ্লেষণ প্রয়োগ করে, এবং *স্ট্রাকচারাল এ্যান্থ্রোপলজি*'র দ্বিতীয় খন্ড (১৯৭৩, অনুবাদ ১৯৭৭)।

<u>ক্লিফোর্ড গিয়ার্টজ</u> (Clifford Geertz) (১৯২৬ –): প্রচণ্ড প্রভাবশালী মার্কিন সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানী। তিনি জাভা, বালি এবং মরোক্কোতে মাঠ গবেষণা করেছেন, এবং ধর্ম (*দ্য রিলিজিয়ান অফ জাভা*, ১৯৬১), সাংস্কৃতিক প্রতিবেশ (*এ্যাগ্রিকাল্‌চারাল্ ইনভোলিউশান*, ১৯৬৩), ইসলাম (*ইসলাম অবসার্ভ্‌ড*, ১৯৬৮) এবং জাতিতাত্ত্বিক রচনাশৈলী (*ওয়ার্কস এ্যান্ড লাইভ্‌স*, ১৯৮৮) নিয়ে লিখেছেন। কিন্তু সম্ভবত তিনি *দি ইন্টারপ্রিটেশান অফ কালচার্স* (১৯৭৩) নামক প্রবন্ধ সংকলনের জন্য বেশি সমাদৃত। তাঁর তাত্ত্বিক অবস্থান ম্যাক্স ওয়েবারীয়, কিংবা বলা যেতে পারে ট্যাল্কট পারসন্স অনুসৃত ম্যাক্স ওয়েবারীয় ধারার অনুসারী তিনি। নৃবিজ্ঞান হচ্ছে একটি ব্যাখ্যাদানকারী অনুশীলন (interpretative/ hermeneutic practice) এবং এর লক্ষ্য হচ্ছে 'ঘন বর্ণনা'র (thick description) উৎসারণ ঘটানো – এই ধারণাসমূহ গিয়ার্টজ-এর নামের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে। গিয়ার্টজ্ হচ্ছেন প্রতীকী নৃবিজ্ঞানের তিন স্তম্ভের একটি (অপর দু'জন হচ্ছেন ডেভিড শ্নাইডার এবং ভিক্টর টার্নার)।

জন ফার্গুসন মেকলেন্নান (John Ferguson McLennan) (১৮২৭-১৮৮১)**:** স্কটল্যান্ডের আইনশাস্ত্রজ্ঞ। কনে অপহরণের জাতিতাত্ত্বিক বর্ণনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি বিবাহ বিবর্তনের তত্ত্ব দাঁড় করান। বাকোফেনের মত মেকলেন্নানও প্রস্তাব করেন যে, মানব বিবর্তনের আদি অবস্থায় ছিল অবাধ যৌনাচার, তারপর দেখা দেয় মাতৃতন্ত্র। তিনি এই যুক্তি পেশ করেন যে, আদি মানুষ কনে হত্যা প্রথা অনুশীলন করত যেহেতু নারীর শিকারী কিংবা যোদ্ধা হিসেবে কোন মূল্য ছিল না। তিনি আরও বলেন যে, এর ফলে নারী স্বল্পতা কনে অপহরণ এবং ভ্রাতৃ-বিবাহের (একাধিক ভাইয়ের একটি স্ত্রী) মাধ্যমে পুষিয়ে ফেলা হ'ত। ভ্রাতৃ বিবাহের কারণে পিতৃসূত্রীয় বংশধারার উদ্ভব ঘটে। বহির্বিবাহ এবং অন্তর্বিবাহ, এই দুটি পদ মেকলেন্নানের উদ্ভাবন। মর্গানের সঙ্গে তার বিবাদ ছিল বহির্বিবাহের গুরুত্ব এবং অতীত অবস্থা অনুসন্ধানে জ্ঞাতি পদাবলীর ভূমিকা বিষয়ে। তাঁর গুরুত্বপূর্ণ রচনা হচ্ছে *প্রিমিটিভ ম্যারেজ* (১৮৬৫), এবং *স্টাডিজ ইন এনশিয়েন্ট হিস্টরি* (১৮৭৬)।

ট্যাল্কট পারসন্স (Talcott Parsons) (১৯০২-১৯৭৯)**:** আধুনিক মার্কিনী সমাজবিজ্ঞানের প্রধান তাত্ত্বিক। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক; ১৯৪০ এবং ১৯৫০এর দশকে তাঁর সামাজিক তত্ত্ব খুব প্রভাবশালী ছিল। পারসন্স সমাজের একটি মহা তত্ত্ব দাঁড় করান যেটিতে তিনি ক্রিয়াবাদী দৃষ্টিভঙ্গি হতে সমাজকে বিশ্লেষণ করেন। তাঁর প্রধান কাজ হচ্ছে: *দ্য স্ট্রাকচার অফ সোশ্যাল এ্যাকশান* (১৯৩৭), *টুওয়ার্ড এ জেনরাল থিওরি অফ এ্যাকশান* (১৯৫১), *দ্য সোশ্যাল সিস্টেম* (১৯৫১)। পারসন্স তাঁর প্রথম বই *দ্য স্ট্রাকচার অফ সোশ্যাল এ্যাকশান*-এ ডুর্খাইম এবং ওয়েবারের কাজকে মার্কিনী পাঠককুলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। সমাজ সম্বন্ধে পারসন্স যে দৃষ্টিভঙ্গি উত্থাপন করেন, সেটির মিল রয়েছে র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউনের দৃষ্টির সঙ্গে। এটিকে প্রায়ই বলা হয় ভারসাম্য (equilibrium) মডেল। পারসন্স-এর তত্ত্ব মোতাবেক সমাজের স্বাভাবিক অবস্থা হচ্ছে সামাজিক ব্যবস্থার অভ্যন্তরীণ অংশের কম-বেশি সুসামঞ্জস্যপূর্ণ ভারসাম্যপূর্ণতা। বহিঃ এবং অভ্যন্তরীণ শক্তিসমূহের সংমিশ্রণ যদি স্বাভাবিক ভারসাম্য বিনষ্ট করে তাহলে অনেকগুলো অন্তর্গত স্থিতাবস্থার প্রবণতা চলতে থাকে যা কিনা পরিশেষে নতুন স্থিতাবস্থা তৈরিতে সচেষ্ট এবং নতুন ভারসাম্য সৃষ্টি করে। পারসন্স ক্রিয়াবাদের যে রূপ দাঁড় করান সেটি অনুসারে সংস্কৃতি হচ্ছে সাপেক্ষিক; তিনি সংস্কৃতিকে একটি স্বতন্ত্র অর্থের পরিসর হিসেবে জায়গা দান করেন। সংস্কৃতি বিষয়ে পারসন্স-এর দৃষ্টিভঙ্গি, ম্যাক্স ওয়েবার এবং ক্লিফোর্ড গিয়ার্টজ ও ডেভিড শ্লাইডার-এর প্রতীকী নৃবিজ্ঞানের মধ্যে যোগসূত্র হিসেবে কাজ করে। নৃবৈজ্ঞানিক ক্রিয়াবাদ দ্বারা পারসন্স প্রভাবিত ছিলেন, আবার তিনি খোদ এটিকে প্রভাবিত করেন।

ডাব্লউ এইচ আর রিভার্স (W. H. R. Rivers) (১৮৬৪-১৯২২)**:** বৃটিশ চিকিৎসক এবং মনোবিজ্ঞানী; ১৮৯৮ সালের টরেস স্ট্রেইট্স অভিযানের ফলে জাতিতত্ত্বে তাঁর আগ্রহ তৈরি হয়। তিনি পরবর্তী কালে ভারত এবং মেলানেশিয়াতে গবেষনা করেন। তাঁর আগ্রহ ছিল বহুবিধ: জ্ঞাতিত্ব (যেটিতে তিনি কুলুজিবিদ্যা পদ্ধতি আবিষ্কার করেন), এবং ইন্দ্রিয়গত উপলব্ধি। তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে মনোবিজ্ঞান এবং নৃবিজ্ঞান, উভয় বিষয় পড়ান। তিনি স্মিথ এবং পেরি'র ব্যপ্তিবাদী পন্থার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁর নৃবৈজ্ঞানিক কাজ হচ্ছে: *দ্য টোডাজ* (১৯০৮), *কিনশিপ এ্যান্ড সোশ্যাল অর্গানাইজেশান* (১৯১৩), *দ্য হিস্ট্রি অফ মেলানেশীয়ান সোসাইটি* (২ খন্ড, ১৯১৪), এবং *হিস্ট্রি এ্যান্ড এথনলজি* (১৯২২)।

ডেভিড এম শ্লাইডার (David M. Schneider) (১৯১৮-১৯৯৫)**:** মার্কিন নৃবিজ্ঞানী, যিনি সবচাইতে বেশি পরিচিত জ্ঞাতিত্ব-বিষয়ক কাজ এবং প্রতীকী নৃবিজ্ঞানকে বিকশিত করায় তাঁর ভূমিকার কারণে। তাঁর রচিত *আমেরিকান কিনশিপ: এ কাল্চারাল একাউন্ট*-এর (১৯৬৮) প্রধান তাত্ত্বিক বক্তব্য ছিল, মার্কিন সংস্কৃতিতে জ্ঞাতিত্ব হচ্ছে প্রতীক এবং অর্থের গুচ্ছ। এ কাজটি ভিন্ন ধারার জ্ঞাতিত্ব অধ্যয়ন সৃষ্টিতে প্রচণ্ড প্রভাব ফেলেছে এবং তাঁর পরবর্তী এবং অধিকতর মৌলিক তাত্ত্বিক

অবদানের রাস্তা সাফ করে দেয়। তা ছিল, জ্ঞাতিত্ব স্বতন্ত্র কোন অধ্যয়নের পরিসর নয়। এই ভাবনাগুলো তাঁর পরবর্তী গ্রন্থ, *এ ক্রিটিক অফ দ্য স্টাডি অফ কিনশিপ*'এ (১৯৮৪) আরো সংবদ্ধভাবে প্রকাশিত হয়। একজন অনুপ্রেরণাকারী শিক্ষক হিসেবে তাঁর বিস্তর খ্যাতি ছিল শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে। তাঁর একটি তীক্ষ্ণ এবং স্বভাবসুলভ বিদ্রূপপূর্ণ আত্মস্মৃতি (আর হ্যান্ডলার সহ) তাঁর মৃত্যুর আগে প্রকাশিত হয়, *শ্লাইডার অন শ্লাইডার: দ্য কনভারশান অফ দ্য জিউস্ এ্যান্ড আদার এ্যান্থ্রোপলজিকাল স্টোরিজ* (১৯৯৫)।

<u>তালাল আসাদ</u> (Talal Asad) (১৯৩৩ -) সুদানী নৃবিজ্ঞানী; সৌদি আরবে জন্ম, ভারত এবং পাকিস্তানে বেড়ে ওঠা। ১৯৫৯-এ বৃটেনের এডিনবারা বিশ্ববিদ্যালয়ে্াতক পর্যায়ের পড়াশোনা শেষ করেন; ১৯৬৮ তে অক্সেফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় হতে ডক্টরেট ডিগ্রী পান। তাঁর ডক্টরাল অভিসন্ধর্ব পরে *দ্য কাবাবিশ আরাবস্। পাওয়ার, অথরিটি এ্যান্ড কনসেন্ট ইন এ নোম্যাডিক ট্রাইব* (১৯৭০) গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হয়। আসাদ বহু বছর ইংল্যান্ডের হাল বিশ্ববিদ্যালয়ে নৃবিজ্ঞানে শিক্ষকতা করেন। ১৯৮৯ হতে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অধ্যাপনারত, বর্তমানে সিটি ইউনিভার্সিটি অফ নিউ ইয়র্কে নৃবিজ্ঞানের অধ্যাপক। ১৯৭৩ সনে তাঁর সম্পাদিত *এ্যানেথ্রাপলজি এ্যান্ড দ্য কলোনিয়াল এনকাউন্টার* প্রকাশিত হয়। এই বইটির কেন্দ্রীয় বক্তব্য যথা, নৃবিজ্ঞান পাশ্চাত্য এবং তৃতীয় বিশ্বের অসম ক্ষমতার মুখোমুখি সাক্ষাৎ-এ গ্রথিত, এবং নৃবিজ্ঞান চর্চা (তত্ত্বের প্রয়োগ, অন্য সমাজসমূহ উপলব্ধি এবং বস্তুকরণের পদ্ধতি, নৃবিজ্ঞানীর রাজনৈতিক নিরপেক্ষতার দাবী) সম্ভবপর হয়েছে ঔপনিবেশিক ক্ষমতা কাঠামোর কারণে – সে সময়ের নৃবৈজ্ঞানিক মহলে প্রতিবাদের ঝড় তোলে। এই বইটির কারণে পশ্চিমা নৃবৈজ্ঞানিক মহলে আসাদের নাম ঔপনিবেশিকতা এবং নৃবিজ্ঞান'এর সম্পর্কের সমালোচনার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে গেছে। যদিও আসাদ গত দশকগুলোতে তাঁর তত্ত্বায়ন অধিকতর বিকশিত করেছেন এবং এমন ধরনের ঐতিহাসিক নৃবিজ্ঞান চর্চার উপর গুরুত্ব আরোপ করছেন যেটির লক্ষ্যবস্তু হবে পশ্চিমের সাংস্কৃতিক হেজেমনি। এটি, আসাদের দৃষ্টিতে, বিজড়িত কিভাবে পশ্চিমা সাম্রাজ্যিক ক্ষমতা উদ্বোধন করেছে সংঘাতের মৌলিকভাবে পাল্টে যাওয়া আকৃতি, এবং পরিসর। শেষোক্তটি নতুন রাজনৈতিক ভাষা, নতুন ক্ষমতা, নতুন সামাজিক দল, নতুন আকাংক্ষা এবং ভীতি, এবং নতুন সাজেক্টিভিটি দ্বারা গঠিত। তাঁর *জিনিওলজিজ অফ রিলিজিয়ান। ডিসিপ্লিন এ্যান্ড রিজনস্ অফ পাওয়ার ইন ক্রিসচিএনিটি এ্যান্ড ইসলাম* (১৯৯৩) এ ধরনের নৃবিজ্ঞানের স্মারক। তাঁর সাম্প্রতিক প্রবন্ধগুলোও তাই। তাঁর প্রবন্ধের বিষয় হচ্ছে: সংস্কৃতি এবং অনুবাদ, মানব অধিকার, এজেন্সি, ইউরোপীয়দের দ্বারা ইসলামের পরিবেশন ইত্যাদি। তাঁর চলমান কাজ হচ্ছে: এশিয়ার ধর্ম। তিনি রজার ওয়েন'সহ *সোশিওলজি অফ ডেভেলপিং সোসাইটিজ। দ্য মিডেল ইষ্ট* (১৯৮৩) সম্পাদনা করেছেন।

<u>ব্রনিস্ল ক্যাস্পার ম্যালিনোস্কি</u> (Bronislaw Kaspar Malinowski) (১৮৮৪-১৯৪২): পোল্যান্ডে জন্মপ্রাপ্ত নৃবিজ্ঞানী; গণিত এবং পদার্থ বিজ্ঞানে প্রশিক্ষণ পাওয়ার পর ১৯১০ সালে ইংল্যান্ডে চলে যান এবং স্নাতকোত্তর পর্যায়ে নৃবিজ্ঞানে পড়াশোনা শুরু করেন। লন্ডন স্কুল অফ ইকোনমিক্স-এ পড়াশোনা শেষে ম্যালিনোস্কি ট্রব্রিয়ান্ড দ্বীপে তাঁর ধ্রুপদী মাঠ-গবেষণা সমাপ্ত করেন। এটি নৃবৈজ্ঞানিক মাঠ গবেষণা পদ্ধতি, বিশেষ করে অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ (participant observation) পদ্ধতি প্রতিষ্ঠায় ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ম্যালিনোস্কি নৃবিজ্ঞানের পূর্বতন বিবর্তনবাদী তত্ত্বের বিরোধিতা করেন। তিনি ক্রিয়াবাদী ধারার একজন প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে বিবেচিত। তাঁর ক্রিয়াবাদ একটি সংস্কৃতি কিংবা সামাজিক ব্যবস্থার সকল অংশসমূহের কিংবা উপাদানের আন্তসম্পর্কের উপর গুরুত্ব আরোপ করে; এটি 'টিকে থাকার' ধারণাকে অস্বীকার করে এবং ক্রিয়াবাদের পক্ষে ও ঐতিহাসিকতা এবং বিবর্তনের বিপক্ষে যুক্তি প্রদান করে। তাঁর মতে সংস্কৃতি এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানাদি চাহিদা পূরণ করে। চাহিদাকে তিনি দুই ভাগে ভাগ করেন: মৌলিক এবং গৌণ। ম্যালিনোস্কি সংস্কৃতির মনোজাগতিক দিক নিয়েও ভাবিত ছিলেন। তিনি ছিলেন এই ধারার নৃবিজ্ঞানীদের প্রথমদের

একজন যিনি মনোবিশ্লেষণাত্মক তত্ত্বসমূহ সংস্কৃতি-অতিক্রম্যভাবে (cross-cultural) পরীক্ষা করেন। তাঁর প্রধান কাজ হচ্ছেঃ *আরগোনটস অফ দ্য ওয়েষ্টার্ন প্যাসিফিক* (১৯২২), *ক্রাইম এ্যান্ড কাস্টম ইন স্যাভেজ সোসাইটি* (১৯২৬), *সেক্স এ্যান্ড রিপ্রেশান ইন স্যাভেজ সোসাইটি* (১৯২৭), *দ্য সেক্সচুয়াল লাইফ অফ স্যাভেজেস* (১৯২৯), *কোরাল গার্ডেন্স এ্যান্ড দেয়ার ম্যাজিক* (১৯৩৫), *ম্যাজিক, সায়েন্স এ্যান্ড রিলিজিয়ান* (১৯৪৮), এবং *এ ডায়েরি ইন দ্য স্ট্রিক্ট সেন্স অফ দ্য টার্ম* (১৯৬৭)।

<u>ফার্ডিনান্দ সস্যুঘ</u> (Ferdinand Saussure) (১৮৫৭-১৯১৩): সুইট্জারল্যান্ডের ভাষাবিদ যিনি আধুনিক তাত্ত্বিক ভাষাতত্ত্বের জনক হিসেবে স্বীকৃত। তিনি ভাষাকে একটি সংগঠিত ব্যবস্থা, এবং একটি চিহ্ন ব্যবস্থা হিসেবে দেখেন। তাঁর কাজ কেবলমাত্র কাঠামোগত ভাষাতত্ত্ব নয়, নৃবৈজ্ঞানিক এবং সাহিত্যিক কাঠামোবাদকেও রূপ দান করেছে। তাঁর *কোর্স ইন জেনেরাল লিঙ্গুইসটিক্স* (১৯১৬, ইংরেজী অনুবাদ ১৯৫৯) তাঁর মৃত্যুর পর শিক্ষার্থীদের ক্লাস নোটের ভিত্তিতে জড়ো করা হয়।

<u>ফ্রাইডরিখ এঙ্গেলস</u> (Friedrich Engels) (১৮২০-১৮৯৫): জার্মান ব্যবসায়ী এবং বিপ্লবী যিনি তাঁর কর্মজীবনের অধিক সময় ইংল্যান্ডে কাটান। তিনি ছিলেন কার্ল মার্ক্সের ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং সহযোগী। মার্ক্সবাদী ভাবনা-চিন্তায় এঙ্গেলসের অবদান, এবং মার্ক্সবাদে তাঁর ব্যাখাসমূহ ও অধিকতর বিকশিতকরণ খুবই প্রভাবশালী ছিল, বিশেষ করে সোভিয়েত ইউনিয়নের কট্টর মার্ক্সবাদ গঠনে। মার্ক্সবাদী ভাবনা-চিন্তায় এঙ্গেলস আবার কঠিন সমালোচনারও সম্মুখীন হয়েছেন, অভিযোগ হচ্ছে তিনি মার্ক্সবাদী তত্ত্বের খুবই অতি-নির্ধারণবাদী এবং মোটাদাগের সংস্করণ তৈরি করেছেন। যদিও তিনি কার্ল মার্ক্স-এর রাজনৈতিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক সহযোগী হিসেবে বেশি খ্যাত, নৃবিজ্ঞানে তার গুরুত্বের ভিত্তি হচ্ছে *দি অরিজিন অফ দ্য ফ্যামিলি, প্রাইভেট প্রপার্টি এ্যান্ড দ্য স্টেট*'এর (ইংরেজী অনুবাদ ১৯০২) রচয়িতা হিসেবে। মার্ক্সবাদী ও নারীবাদী নৃবিজ্ঞানে এই বইটির গুরুত্ব অসীম। এঙ্গেলস এটিতে মার্ক্সবাদী তত্ত্বের সঙ্গে মর্গানের বিবর্তনবাদী রেখাচিত্র যোগ দিয়েছেন। সমাজতান্ত্রিক রাজনৈতিক মহলেও এ কাজটির গুরুত্ব অসীম কারণ এটিকে প্রায়শই সমাজ বিবর্তনের একটি নকশা হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

<u>ফ্র্যাঞ্জ বোয়াস</u> (Franz Boas) (১৮৫৮-১৯৪২): মার্কিনী নৃবিজ্ঞানের জনক ফ্র্যাঞ্জ বোয়াস জার্মানির ওয়েস্টফেলিয়াতে জন্মগ্রহণ করেন। ভুগোলবিদ হিসেবে শিক্ষালাভের পর তিনি ১৮৮৭ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসন করেন। উত্তর কানাডার এস্কিমোদের মধ্যে বসবাস করার অভিজ্ঞতা তাঁকে নৃবিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহী করে তোলে। ১৮৯৬ সনে তিনি এ্যামেরিকান মিউজিয়াম অফ ন্যাচ্রাল হিস্ট্রি এবং কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। অবসর গ্রহণ এবং তার পরে, এমেরিটাস হিসেবে, তিনি মৃত্যু পর্যন্ত এখানে কর্মরত ছিলেন। বোয়াস ছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পেশাজীবী নৃবৈজ্ঞানিক মহলের সর্বপ্রধান ব্যক্তি। বোয়াসের নাম, তাঁর কাজ, দর্শন, ব্যক্তিত্ব বিংশ শতকের প্রথম দুই দশক মার্কিনী নৃবিজ্ঞানে প্রাধান্য বিস্তার করে। পরবর্তী তিন দশকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হ'ন তাঁরই ডজনখানেক শিক্ষার্থী, যাঁরা প্রত্যেকে নিজ নিজ অবদানের জোরে খ্যাতি লাভ করেন। 'ঝট-পট সাধারণীকরণ' (প্রিমেচ্যুর জেনেরেলাইজেশান) এবং 'কল্পনাপ্রসূত ইতিহাস' (স্পেকুলেটিভ হিস্টরি) রচনার প্রবণতার প্রতি তিনি সমালোচনামুখর ছিলেন। তাঁর অভিমত ছিল, কোন সাধারণীকরণের পূর্বে জাতিতাত্ত্বিক তথ্য নিখুঁতভাবে সংগ্রহ (যার লক্ষ্য হবে 'সামগ্রিক পুনরুদ্ধার') করা বাঞ্ছনীয়। পুর্বতন বিবর্তনবাদী তাত্ত্বিকগণ যেখানে সাংস্কৃতিক সমরূপতার কথা বলছিলেন, সেখানে বোয়াস ভিন্নতা এবং প্রতিটি সংস্কৃতির বিশিষ্টতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এ কারণে তাঁর এ পন্থা 'ঐতিহাসিক নির্দিষ্টতাবাদ' নামে পরিচিত। তিনি *দ্য সেন্ট্রাল এস্কিমো* (১৮৮৮), *দ্য গ্রোথ অফ চিল্ড্রেন* (১৮৯৬) *এ্যান্থ্রোপলজি* (১৯০৭), *দ্য কোওয়াকিউটল অফ ভ্যানকুভার আইলেন্ড* (১৯০৯), *চেইঞ্জেস ইন ফর্ম অফ বডি অফ ডিসেন্ডেন্টস্ অফ ইমিগ্রেন্টস্* (১৯১১), *দ্য মাইন্ড অফ*

প্রিমিটিভ ম্যান (১৯১১), (ই এলা ডিলোরিয়া সহ) *ডাকোটা গ্রামার* (১৯১১), *প্রিমিটিভ আর্ট* (১৯২৭) *রেইস*, *ল্যাংগুয়েজ এ্যান্ড কাল্চার* (১৯৪০) এবং *কোওয়াকিউটল এথনোগ্রাফি*-র (১৯৬৭) রচয়িতা।

ভিক্টর টার্নার (Victor Turner) (১৯২০-১৯৮৩): স্কটল্যান্ডের নৃবিজ্ঞানী, ritual এবং প্রতীকবাদের অধ্যয়নে তাঁর অবদান গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়। নর্দান রোডেশিয়ার (পরে জাম্বিয়া) ন'দেম্বু-দের নিয়ে রচিত তাঁর একাধিক জাতিতাত্ত্বিক রচনা অস্বাভাবিক প্রাঞ্জল বর্ণনার কারনে সমাদৃত। তিনি ১৯৬০'এর দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলে যান এবং সেখানে কর্মরত অবস্থায় ritual, তীর্থযাত্রা এবং সামাজিক ড্রামা বিষয়ে তাঁর ভাবনাচিন্তা বিকশিত করেন। *দ্য ফরেস্ট অফ সিম্বলস* (১৯৬৭) প্রতীকী নৃবৈজ্ঞানিক ধারার একটি আবশ্যিক পাঠ হিসেবে বিবেচিত। টার্নারের দৃষ্টিতে প্রতীক হচ্ছে সামাজিক প্রক্রিয়ার অংশ। তাঁর লিখিত অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বই হচ্ছে: *স্কিজ্ম এ্যান্ড কনটিন্যুইটি ইন এন আফ্রিকান সোসাইটি* (১৯৫৭), *দ্য ড্রামস্ অফ এ্যাফফ্লিকশান* (১৯৬৮), *দ্য রিচুয়াল প্রসেস* (১৯৬৯), *ড্রামাস, ফিল্ডস এ্যান্ড মেটাফর্স* (১৯৭২), *রেভেলেশান এ্যান্ড ডিভিনেশান ইন ন'দেম্বু রিচুয়াল* (১৯৭৫)।

মার্গারেট মীড (Margaret Mead) (১৯০১-১৯৭৮): সম্ভবত পাশ্চাত্য জগতে বিংশ শতকের সবচাইতে জনপ্রিয় নৃবিজ্ঞানী। মীড ছিলেন বোয়াসের ছাত্রী, এবং রুথ বেনেডিক্ট দ্বারা প্রভাবিত। তাঁর প্রথম কাজ ছিল সাবালক হওয়া প্রসঙ্গে, *কামিং অফ এইজ ইন সামোওয়া* (১৯২৮)। বইটি ইচ্ছাকৃতভাবে সাধারণ পাঠককে উদ্দেশ্য করে লেখা হয়েছিল, বইয়ের বাজারে এটি জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌঁছায়। তিনি নিউ গিনি এবং বালিতে মাঠ গবেষণা করেন। তাঁর অবদান প্রধানত সামাজিকীকরণ, শিশুকাল এবং লিঙ্গ, এ সকল বিষয়ে। উপরে উল্লেখকৃত বইটি, *গ্রোইঙ্গ আপ ইন নিউ গিনি* (১৯৩০), এবং *সেক্স এ্যান্ড টেম্পেরামেন্ট ইন থ্রি প্রিমিটিভ সোসাইটিজ*'এর (১৯৩৫) প্রধান সিদ্ধান্তসমূহ ছিল ব্যক্তিত্ব গঠিত বা নির্ধারিত হয় সাংস্কৃতিকভাবে, জৈবিকভাবে নয়। ১৯৮০-এর দশকে তাঁর এই সিদ্ধান্ত চ্যালেঞ্জ করেন ডেরেক ফ্রিমেন যাঁর বক্তব্য মতে মীড শিক্ষা এবং যৌনতা বিষয়ে মার্কিনী মনোভঙ্গির সমালোচনা করতে গিয়ে সামোয়ান সমাজের স্তরবিন্যস্ততা এবং ধর্ষণের উচ্চহার উপেক্ষা করেন। ফ্রিমেন-এর যুক্তিগুলো অবশ্য জৈবিক নির্ধারণবাদিতার পক্ষে ছিল। মীড-এর লেখা অন্যান্য বই হচ্ছে *মেইল এ্যান্ড ফিমেইল* (১৯৫৬), *নিউ লাইভজ ফর ওল্ড* (১৯৫৬) এবং *কাল্চার এ্যান্ড কমিটমেন্ট* (১৯৭০)।

মেরি ডাগলাস (Mary Douglas) (১৯২১–): বৃটিশ নৃবিজ্ঞানী যাঁর প্রথম মাঠকর্ম ছিল জায়েরে-এ, যাঁর ভাবনাচিন্তা তাঁর শিক্ষক, ই ই ইভান্স-প্রিচার্ড দ্বারা প্রভাবিত। নৃবৈজ্ঞানিক মহলে তাঁর সবচাইতে সমাদৃত বই হচ্ছে নোংরা এবং শুচিতার (purity and pollution) তুলনামূলক আলোচনাকে কেন্দ্র করে, *পিউরিটি এ্যান্ড ডেইঞ্জার* (১৯৬৬)। সামাজিক স্তরবিন্যস্ততা এবং সামাজিক সংহতির ডুর্খেইমীয় প্রত্যয়নের উপর ভর করে, ডাগলাস নেংরা এবং শুচিতার সাংস্কৃতিক বিশ্বাস, নিয়ম, এবং অনুশীলনের ভিত্তিপ্রস্তর গঠনকারী কাঠামো এবং অর্থ নিরিখ করেন। সহজ (simple) এবং জটিল (complex), দুই ধরনের সমাজ হতে প্রাপ্ত উদাহরণের সাহায্যে ডাগলাস দেখান কিভাবে শুচিতা হচ্ছে সুস্পষ্ট সীমানা এবং স্তরবিন্যস্ততার প্রতীক। পক্ষান্তরে, নোংরা হচ্ছে দ্ব্যর্থকতা, আউলানো (confusion), এবং বিশৃংখলার স্মারক। ডাগলাসের বক্তব্য হচ্ছে, সমাজ নোংরাকে সেটির নৈতিক মূল্যবোধের সাথে সংশ্লিষ্ট করে এবং আচার ও অনুশীলনের লক্ষ্য হচ্ছে মানুষজনের ঝুঁকি এবং বিপদ কমানো। একই বিষয় নিয়ে লেখা তাঁর অপর গুরুত্বপূর্ণ বই হচ্ছে *ন্যাচরাল সিমবল্স* (১৯৭০)। সাম্প্রতিককালে তিনি ঝুঁকি এবং প্রতিবেশের প্রতি মনোভঙ্গি বিষয়ে লিখছেন (*রিস্ক এ্যান্ড কাল্চার*, ১৯৮২)।

ম্যাক্স ওয়েবার (Max Weber) (১৮৬৪-১৯২০): জার্মান সমাজতাত্ত্বিক যিনি মার্ক্স এবং ডুর্খাইম সহ সামাজিক বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে স্বীকৃত। নৃবিজ্ঞানে ওয়েবারের কাজ অনেক গুরুত্ব বহন করে, বিশেষ করে ধর্ম নিয়ে তাঁর অনুসন্ধান, স্তরবিন্যস্ততা সম্পর্কিত তত্ত্ব এবং পদ্ধতিমালা বিষয়ে তাঁর অবদান। ওয়েবারের বক্তব্য ছিল যে, বিশেষ পরিস্থিতিতে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক পরিবর্তন আনয়নে বিশ্বাস ব্যবস্থা নির্ধারণী ভূমিকা পালন করতে পারে। এই বক্তব্য মার্ক্সীয় তত্ত্বে অবকাঠামোর সর্বজনীন প্রাধান্যের উপর গুরুত্ব দানকে প্রশ্নসাপেক্ষ করে তোলে। প্রোটেস্টেন্ট নীতিসমূহ বিষয়ে তাঁর বিখ্যাত কাজ ইউরোপীয় পুঁজিবাদ উদ্ভবের পরিস্থিতি সৃষ্টিতে প্রোটেস্টেন্ট বিশ্বাস ও মূল্যবোধের গভীর গুরুত্ব তুলে ধরে (*দ্য প্রোটেস্টেন্ট এথিক এ্যান্ড দ্য স্পিরিট অফ ক্যাপিটালিজম*, ১৯৫৮)। উপরন্তু, ঐতিহ্যবাহী এবং আধুনিক সমাজের পার্থক্য নিরীক্ষণের ক্ষেত্রে ওয়েবারের অবদান গুরুত্বপূর্ণ। এ প্রসঙ্গে, তিনি কর্তৃত্বের প্রকারের একটি টাইপোলজি তৈরি করেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, আধুনিক সমাজে আমলাতন্ত্র হচ্ছে অধিপতিশীল যুক্তিবাদী-আইনী কর্তৃত্ব পদ্ধতির প্রকাশ। পদ্ধতিমালা (মেথডলজি) প্রসঙ্গে তাঁর লেখালেখিতে ওয়েবার সমাজবৈজ্ঞানিক উপলব্ধিসমূহের প্রকৃতি অনুসন্ধান করেন এবং সমাজবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রদানে মূল্যবোধবিহীন অবস্থান গ্রহণের সম্ভাবনা আলোচনা করেন। তাঁর প্রধান কাজ হচ্ছে: *ইকোনোমি এ্যান্ড সোসাইটি* (১৯৬৮), *দ্য প্রোটেস্টেন্ট এথিক এ্যান্ড দ্য স্পিরিট অফ ক্যাপিটালিজম* (১৯৫৮), *ফ্রম ম্যাক্স ওয়েবার: এসেজ ইন সোশিওলোজি* (১৯৫৮)।

য়োহান্নেস য়াকব বাকোফেন (Johannes Jacob Bachofen) (১৮১৫-১৮৭৭): সুইট্জারল্যান্ডের আইনশাস্ত্রজ্ঞ যাঁর প্রধান আগ্রহের বিষয় ছিল আদিম মানুষজন, আদিম আইন এবং আদিম ধর্ম। প্রাচীন পুরাণের অধ্যয়ন তাঁকে জ্ঞাতি ব্যবস্থার বিবর্তনবাদী তত্ত্ব সৃষ্টিতে আগ্রহী করে তোলে। তাঁর অধ্যয়নের ভিত্তিতে তিনি আটটি বই রচনা করেন, যার মধ্যে *ডাস মুটারেক্ট* (১৮৬১) সবচাইতে খ্যাত। এবং এটির কারণেই তিনি প্রাথমিক যুগের একজন নৃবিজ্ঞানী হিসেবে বিবেচিত। এটিতে তিনি মাতৃ-অধিকারের (mother-right) ধারণা প্রদান করেন। এর কেন্দ্রীয় বক্তব্য হচ্ছে, সমাজের প্রারম্ভিক রূপ ছিল প্রাচীন মাতৃতন্ত্র। এই ধারণাটি সে সময়কালের প্রচলিত ভাবনা বিরোধী। পিতৃসূত্রিতার আবির্ভাব, তাঁর মতে, ব্যক্তি মালিকানার বিকাশ এবং পুরুষের নিজ সন্তানের কাছে সম্পত্তি হস্তান্তরের অনুরূপী আকাঙ্ক্ষার উদ্ভবের সঙ্গে যুক্ত। এই ধারণাটি পরবর্তী পর্যায়ে অনেকের মনোযোগ আকর্ষণ করে, বিশেষ করে লুইস হেনরি মর্গানের। মর্গান যদিও জ্ঞাতি পদাবলীর বিশ্লেষণের উপর নিজের যুক্তি খাড়া করেন, তিনি বাকোফেনের সঙ্গে একমত ছিলেন যে, সামাজিক বিবর্তনের পর্বে মাতৃসূত্রীয় পর্ব হচ্ছে পিতৃসূত্রীয় পর্বের পূর্বসূরী।

লুই ডুমো (Louis Dumont) (১৯১১ –): ফরাসী নৃবিজ্ঞানী এবং ভাবনাচিন্তার ইতিহাসবিদ। তিনি সবচাইতে বেশি পরিচিত ভারতীয় বর্ণপ্রথা, স্তরবিন্যস্ততা, এবং সমতা ও ব্যক্তিবাদ বিষয়ে পশ্চিমা মনোযোগের বুদ্ধিবৃত্তিক ইতিহাস রচনায় সংশ্লেষণমূলক কাজ সৃষ্টি করার কারণে। মস-এর ছাত্র, ডুমো প্রাথমিক পর্যায়ে গবেষণা করেন দক্ষিন ফ্রান্সে, তারপর ১৯৪০ দশকের শেষ ভাগে দক্ষিণ ভারতে। নৃবিজ্ঞানী ডি পোকক-এর সঙ্গে তিনি *কন্ট্রিবিউশান্স টু ইন্ডিয়ান সোশিওলজি* নামক জার্নাল প্রতিষ্ঠা করেন ১৯৫৭ সালে। উত্তর ভারতে মাঠকর্ম শেষে তিনি *হোমো হায়েরারকিকাস* বইটি লেখেন (ইংরেজী অনুবাদ ১৯৭০) যেটি এক যুগের দক্ষিণ এশীয় নৃবৈজ্ঞানিক গবেষণার দিক-নির্দেশনা নির্ধারণ করে। ডুমোর এই জিজ্ঞাসাটি বহুল-উদ্ধৃত: "ভারত আমাদের শুচি এবং অশুচি, এর সুস্পষ্ট অর্থ শেখানোর [চাইতে আর বেশি] কি শেখাতে পারে?" ডুমো ভারতীয় জাতিবর্ণ ব্যবস্থার একটি কাঠামোবাদী ব্যাখ্যা দাঁড় করান; তাঁর বক্তব্য ছিল আচারগত শুচিতা এবং নোংরা হচ্ছে ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় (প্রধানত হিন্দু) স্তরবিন্যস্ততা, সমাজ এবং ক্ষমতা কাঠামোর মৌলিক বিপরীত

জোড়। ব্রাহ্মণের আচারগত মর্যাদা ক্ষত্রিয় শাসকদের 'কালগত কর্তৃত্ব'কে (temporal authority) পরিবেষ্টন করে। মূল্যবোধের এই বিশিষ্ট আকৃতি ভারতীয় মতাদর্শকে করে তোলে ঐতিহ্যবাহী, সামগ্রিক, এবং অন-ঐতিহাসিক। এর বিপরীতে, পাশ্চাত্য ইতিহাস, ব্যক্তিবাদ এবং সেক্যুলার ক্ষমতার উপর গুরুত্ব আরোপ করে। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে: *এফফিনিটি এ্যাজ এ ভ্যালিউ* (১৯৮৩)।

<u>লুইস হেনরি মর্গান</u> (Lewis Henry Morgan) (১৮১৮-১৮৮১): মার্কিনী আইনজীবী, রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী, প্রকৃতিবিদ এবং নৃবিজ্ঞানী; আধুনিক জ্ঞাতিত্ব অধ্যয়ন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পেশাজীবী নৃবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে ব্যাপকভাবে স্বীকৃত। ইরোকওয়া ইন্ডিয়ান বিষয়াদিতে আগ্রহ তাঁকে তাদের প্রথা এবং সামাজিক ব্যবস্থা অধ্যয়নে উদ্বুদ্ধ করে। এই অধ্যাবসার ফলাফল হচ্ছে তাঁর *লীগ অফ দ্য হো-ডি-নো-সও-নি, অর ইরোকওয়া* (১৮৫১) যেটি অ-পশ্চিমা মানুষজনের সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ জাতিতাত্ত্বিক রচনা হিসেবে স্বীকৃত। তাঁর *সিস্টেম্‌স অফ কনস্যাঙ্গুইনিটি এ্যান্ড এফফিনিটি অফ দ্য হিউমান ফ্যামিলি* (১৮৭১) জ্ঞাতিত্বকে নৃবিজ্ঞানের একটি কেন্দ্রীয় বিষয় হিসেবে দাঁড় করায়। এটিতে তিনি বর্ণনাসূচক এবং শ্রেণীবাচক, এই দুই ধরনের জ্ঞাতি পদাবলী প্রস্তাব করেন। তাঁর সর্বশেষ প্রধান কাজ ছিল *এনশিয়েন্ট সোসাইটি* (১৮৭৭) যেটির বক্তব্য ছিল, সকল সমাজ আদিম অবস্থা হতে বর্বর, এবং তারপর সভ্য অবস্থায় উন্নীত হয়। এটি উনবিংশ শতকের সাংস্কৃতিক বিবর্তনবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সবচাইতে প্রভাবশালী প্রকাশ হিসেবে স্বীকৃত। পরবর্তী কালে এটি অন্যান্য বিবর্তনবাদীদের দ্বারা গৃহীত হয়, এবং মার্ক্স এবং এঙ্গেলস এই বক্তব্যটি তাঁদের সামাজিক বিবর্তনের তত্ত্বে ব্যবহার করেন। অর্ধ শতাব্দী ধরে, মর্গানের কাজ বিবর্তনবাদ, আদর্শবাদ (আইডিয়ালিজম), মার্ক্সবাদ, এবং কাঠামোবাদ সংক্রান্ত জ্ঞানতাত্ত্বিক বিতর্কের কেন্দ্রে ছিল।

<u>সিগমান্ড ফ্রয়েড</u> (Sigmund Freud) (১৮৫৬-১৯৩৯): অষ্ট্রিয়ার চিকিৎসক এবং মনোবিশ্লেষণের প্রতিষ্ঠাতা। অধিকাংশ নৃবিজ্ঞানী তাঁকে *টোটেম এ্যান্ড ট্যাবু* (১৯১৩; ইংরেজী অনুবাদ ১৯৫০) বইটির সঙ্গে সংযুক্ত করেন। এই বইটির শেষ পৃষ্ঠাগুলোতে তিনি, বেশ খানিকটা বাহাস-সুলভ ঢংয়ে লেখেন যে, মানব সমাজের সূত্রপাত ঘটে যখন এক আদিম ভ্রাতৃদল মাতার সঙ্গে অযাচারের লক্ষ্যে 'পিতৃ-অধিকার'এর অবসান ঘটান। তাঁর বক্তব্য এ অর্থে গুরুত্বপূর্ণ যে, তিনি নিরন্তর অযাচারের স্বাভাবিকতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন; এবং একইসঙ্গে এও বলেন যে, এটির নিষেধাজ্ঞা হচ্ছে সংস্কৃতির একটি প্রধান নির্ধারক। ফ্রয়েডের আরো সাধারণ যে সকল বক্তব্য সেগুলো লেভি-স্ট্রসের কাঠামোবাদ, মার্কিনী প্রতীকী নৃবিজ্ঞান, এবং আরো অল্পসংখ্যক যে মনোবিশ্লেষণী নৃবিজ্ঞানী রয়েছেন, তাঁদের গড়ে তোলায় প্রভাব ফেলেছে। তাঁর প্রধান কাজ হচ্ছে: *দ্য ইন্টারপ্রিটেশান অফ ড্রিমস* (১৯০০), *দ্য ফিউচার অফ এ্যান ইলিউশান* (১৯২৭), এবং *সিভিলাইজেশান এ্যান্ড ইট্‌স ডিসকনটেন্টস* (১৯২৯)।

<u>স্যার এডওয়ার্ড বারনেট টায়লর</u> (Sir Edward Burnett Tylor) (১৮৩২-১৯১৭): এই ইংরেজ নৃবিজ্ঞানীর মনোযোগের কেন্দ্রে ছিল মানব সমাজের অধ্যয়নে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগ, প্রাক্-ঐতিহাসিক অতীত, এবং একটি প্রগতিশীল একরৈখিক ধারায় সংস্কৃতির বিকাশ। ১৮৬১ সালে তাঁর *এনাহুয়াক*, মেক্সিকো অঞ্চলের জাতিতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণসমৃদ্ধ একটি ভ্রমণকাহিনী, প্রকাশিত হয়। *রিসার্চেস ইন্টু দি আর্লি হিস্টরি অফ ম্যানকাইন্ড এ্যান্ড দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ সিভিলাইজেশান* (১৮৬৫) হচ্ছে তাঁর দৃষ্টিতে বিশ্বের একটি নিয়মানুগ জাতিতত্ত্ব। ১৮৭১-এ প্রকাশিত হয় তার দুই খন্ডের *প্রিমিটিভ কালচার*। তিনি *প্রিমিটিভ কালচার*'এ সামাজিক বিবর্তনের তিনটি ধাপ প্রস্তাব করেন। তাঁর মতে ধর্ম বিষয়ে এ তিনটি ধাপ ছিল সর্বপ্রাণবাদ (এনিমিজ্‌ম), বহুঈশ্বরবাদ (পলিথেইজ্‌ম) এবং একঈশ্বরবাদ (মনোথেইজ্‌ম)। টায়লর'এর প্রধান পুর্বানুমান ছিল, সভ্য সমাজ প্রাকৃতিক (অতিপ্রাকৃতিক নয়) প্রক্রিয়ায় "বর্বর" অবস্থা হতে, যেটি সে সময়কালীন বিশ্বের বিভিন্ন

অঞ্চলে বিদ্যমান, বিকশিত হয়েছে। এই পুর্বানুমানে তাঁর সমসাময়িকেরা ভাগীদার ছিলেন। সংস্কৃতি হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট জীবন ধারা, এই জার্মান ধারনাটি তিনি বৃটিশ নৃবিজ্ঞানে পরিচয় করিয়ে দেন। বৃটিশ নৃবিজ্ঞানে তিনি প্রভাবশালী ছিলেন। তিনি বৃটিশ সাম্রাজ্যের sir উপাধি দ্বারা ভূষিত হন। তাঁর অপর একটি গ্রন্থের নাম হচ্ছে *এ্যান্থ্রোপলজি* (১৮৮১)।

স্যার জেমস জর্জ ফ্রেজার (Sir James George Frazer) **(১৮৫৪-১৯৪১):** স্কটিশ প্রাচীনবিদ যিনি যাদুবিদ্যা, ধর্ম এবং সমাজ সম্পর্কে সর্বজনীন তত্ত্ব দাঁড় করানোর লক্ষ্যে তাঁর অধ্যয়নের ক্ষেত্র সম্প্রসারিত করে বিবিধ উৎস হতে জাতিতাত্ত্বিক তথ্যসমূহ অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি যদিও স্বল্প সময়ের জন্য লিভারপুল বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন, তাঁর জীবনের অধিক সময় গ্রন্থাগারভিত্তিক গবেষণায় কাটে। ফ্রেজারের প্রধান কাজের মধ্যে রয়েছে *দ্য গোল্ডেন বাউ* (১৯২৬-৩৬) যেটি ধর্মের বিকাশ সম্বন্ধে বিশ্বব্যাপী উদাহরণের বহুব্যপৃত একটি সংমিশ্রন পেশ করে খ্যাতি লাভ করেছে, এবং *টোটেমিজ্ম এ্যান্ড এক্সোগেমি* (১৯১০)। ফ্রেজার ধর্ম এবং যাদুবিদ্যার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভেদ টানেন। তাঁর মতে, ধর্ম হচ্ছে অতিপ্রাকৃত শক্তির প্রশমিতকরণ এবং যাদুবিদ্যা হচ্ছে একটি কপট-বিজ্ঞান, প্রাকৃতিক নিয়ম স্বীয়-স্বার্থে ব্যবহারের প্রচেষ্টা। সমকালীন সাহিত্যিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক মহলে তাঁর প্রচন্ড প্রভাব ছিল কিন্তু খোদ নৃবিজ্ঞানে, তাঁর আদর্শবাদী এবং অ-প্রত্যক্ষণবাদী কাজের কারনে, তিনি অজস্র সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছেন। বৃটেনে ম্যালিনোস্কি এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বোয়াসের মতন নৃবিজ্ঞানী তাঁর 'কুর্সি নৃবিজ্ঞান' (আর্মচেয়ার নৃবিজ্ঞান) এবং 'কল্পনাপ্রসূত ইতিহাস' (স্পেকুলেটিভ হিস্টরি) প্রবলভাবে প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি বৃটিশ সাম্রাজ্যের 'স্যার' উপাধি দ্বারা ভূষিত হন।

স্যার হেনরি জেমস সামনার মেইন (Sir Henry James Sumner Maine) **(১৮২২-১৮৮৮):** আইনী ইতিহাসবিদ যিনি বিদ্যাজাগতিক পেশার গোড়াতেই তাঁর সবচাইতে অধিক পরিচিত গ্রন্থ *এনশিয়েন্ট ল'* (১৮৬১) রচনা করেন। এটির কেন্দ্রীয় বক্তব্য : সামাজিক বিবর্তনের চাবিকাঠি হচ্ছে আইনী ব্যবস্থার বিবর্তন। প্রাচীন গ্রীস ও রোম হতে প্রাপ্ত সাক্ষ্যপ্রমাণাদির ভিত্তিতে মেইন এই যুক্তি দাঁড় করান যে, সবচাইতে আদিম সমাজ ছিল পিতৃসূত্রীয় এবং পিতৃতান্ত্রিক। এই তত্ত্ব অন্যান্য বিবর্তনবাদী তাত্ত্বিকদের অভিমত-বিরুদ্ধ। তাঁদের বক্তব্য হচ্ছে, আদি অবস্থায় মানব সমাজে অবাধ যৌনাচার কিংবা মাতৃতন্ত্র বিদ্যমান ছিল। বইটির কেন্দ্রীয় প্রস্তাবনা – 'মর্যাদা' হতে 'চুক্তি'তে রূপান্তর হচ্ছে সাধারণ বিবর্তনবাদী চলন – খ্যাতি লাভ করে। মর্যাদা-ভিত্তিক হচ্ছে ক্ষুদ্র, সমরূপ দল যেখানে সামাজিক অবস্থান হচ্ছে আরোপিত; পক্ষান্তরে, চুক্তি-ভিত্তিক হচ্ছে অধিকতর বড় এবং পৃথকীকৃত সমাজ যেখানে সামাজিক অবস্থান হচ্ছে অর্জিত। মেইন বৃটিশ-উপনিবেশিত ভারতে সাত বছর প্রশাসক হিসেবে আইনীকরণ এবং আইনী সংস্কার বিষয়ে কর্মরত ছিলেন। এসময়ে তিনি তুলনামূলক সামাজিক প্রতিষ্ঠানের অধ্যয়ন চালিয়ে যান যার কিছু অংশ *ভিলেজ কমিউনিটিজ ইন দি ইস্ট এ্যান্ড ওয়েস্ট*'এ (১৮৭১) প্রকাশিত হয়। ভারত হতে তিনি অক্সফোর্ড এবং কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যাজাগতিক পেশায় ফিরে যান। তিনি বৃটিশ সাম্রাজ্যের 'স্যার' উপাধি দ্বারা ভূষিত হন।

স্যার চার্লস রবার্ট ডারউইন (Sir Charles Robert Darwin) **(১৮০৯-১৮৮২):** সম্ভবত সর্বকালের সর্বমহান প্রকৃতিবিদ, চার্লস ডারউইন ছিলেন জীব বিজ্ঞানী হেনস্‌ল এবং ভুতত্ত্ববিদ চার্লস লায়েল দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত। ডারউইন প্রাকৃতিক নির্বাচনের জৈবিক তত্ত্ব সৃষ্টি করেন যেটি তিনি ১৮৫৮ সনে এ আর ওয়ালেস'সহ উপস্থাপনা করেন এবং ১৮৫৯ সনে প্রকাশ করেন। এক বিশাল তথ্য সমগ্র হচ্ছে *অন দি অরিজিনস্ অফ স্পিসিজ বাই মিন্স অফ ন্যাচ্রাল সিলেকশান*-এর (১৮৬৫) ভিত্তি; এটি তাঁর বিগেল নামক সফরের পর্যবেক্ষন অন্তর্ভুক্ত করে। প্রচুর প্রতিরোধ এবং বিকৃতির পর, এবং তাঁর নিজের আংশিক পিছ পা হবার পর, তাঁর তত্ত্ব ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে। বিশেষ

করে তাঁর সমভাবে প্রভাবশালী গ্রন্থ *দ্য ডিসেন্ট অফ ম্যান*'এর (১৮৭১) পর। ডারউইন একান্ত জীব-বিজ্ঞান বিষয়ক বই'ও লিখেছেন, যেমন: *দি এক্সপ্রেশান অফ ইমোশান্স*। চার্লস ডারউইন নৃবিজ্ঞানেও তাঁর ভাবনাচিন্তার ছাপ ফেলেন। যদিও *অরিজিন অফ স্পিশিস* মানব বিবর্তনের বিষয়ে কেবলমাত্র ইঙ্গিত প্রদান করে, *দ্য ডিসেন্ট অফ ম্যান* বিবর্তন এবং প্রাকৃতিক নির্বাচনের অর্থ মানব জাতির জন্য কী, তা স্পষ্ট করে তোলে। *নোটস্ এ্যান্ড কোওয়েরিজ অন এ্যান্থ্রোপলজি*-তে (প্রথম সংস্করন, ১৮৭৪) ডারউইনের লেখা রয়েছে।

স্যার এডমান্ড আর লীচ (Sir Edmund R. Leach) (১৯১০-১৯৮৯): বৃটিশ সামাজিক নৃবিজ্ঞানী যিনি বিভিন্ন উপায়ে আধুনিক সামাজিক নৃবিজ্ঞানের বিকাশ প্রভাবিত করেছিলেন। আবার আংশিকভাবে, সেটিকে রূপও দান করেছিলেন। তাঁর *পলিটিকাল সিস্টেমস অফ হাইল্যান্ড বার্মা* রাজনৈতিক নৃবিজ্ঞান বিকাশে অধিক গুরুত্ব বহন করে, এবং এটি একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতে আদর্শ মডেল এবং রাজনৈতিক কর্মকান্ডের জটিল আন্তসম্পর্ককে তুলে ধরে। লীচ ইংরেজি-ভাষী পাঠকের কাছে লেভি-স্ট্রস-এর কাজ উপস্থাপন করেছেন। তিনি জ্ঞাতিত্ব, প্রতীকী নৃবিজ্ঞান, পৌরাণিক কাহিনী এবং সংস্কৃতি ও যোগাযোগ বিষয়ে কাঠামোবাদ-প্রভাবিত পন্থা সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। তাঁর *রিথিংকিং এ্যান্থ্রোপলজি* (১৯৬২) বৃটিশ নৃবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত কাঠামোবাদী-ক্রিয়াবাদের গোঁড়ামিকে চ্যালেঞ্জ করে। এই গ্রন্থটি আংশিকভাবে প্রভাবিত হয়েছিল লীচ লেভি-স্ট্রস'এর ভাবনাচিন্তার যে ব্যাখ্যা দাঁড় করান, সেটি দ্বারা। এবং তাঁর নিজের প্রত্যক্ষণবাদী (এমপিরিসিস্ট) অবস্থান দ্বারা। তাঁর অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কাজের মধ্যে রয়েছে: *পুল এলিয়া* (১৯৬১), *জেনেসিস এ্যাজ মিথ, এ্যান্ড আদার এসেজ* (১৯৬৯), *লেভি-স্ট্রস* (১৯৭০) এবং *কালচার এ্যান্ড কমিউনিকেশান* (১৯৭৬)।

হার্বার্ট স্পেন্সার (Herbert Spencer) (১৮২০-১৯০৩): বৃটিশ সমাজবিজ্ঞানী যিনি 'সামাজিক ডারউইনবাদ'এর ধারণা সামাজিক বিবর্তনের একটি প্রধান বিবর্তনবাদী তত্ত্বে রূপ দেন। তিনি তাঁর ধারণা সাধারণ বিবর্তনবাদী নীতি অনুসারে *সিস্টেম অফ সিনথেটিক ফিলসফি* (১৮৬২-৯৬) গ্রন্থে বিকশিত করেন। তাঁর বিবর্তনবাদী সমাজ বিজ্ঞানের ধারণা সে সময়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল কিন্তু ১৯০০-এর পর সেগুলোর গুরুত্ব হ্রাস পায়। এ সত্ত্বেও তার *ডিসক্রিপটিভ সোশিওলজি* (১৮৭৪-৮১), এবং *দ্য প্রিনসিপেল্স অফ সোশিওলজি* (১৮৮০-৯৬) পদ্ধতিমালা এবং সামাজিক বিজ্ঞানের প্রত্যয় সমূহে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

প্রধান সহায়ক রচনাপঞ্জী

Talal Asad ed. (1973) Anthropology & the Colonial Encounter, USA : Humanities Press.

Alan Barnard and Jonathan Spencer eds. (1996) Encyclopedia of Social and Cultural Anthropology, London and New York : Routledge.

Paul Bohannan (1963) Social Anthropology, New York : Holt, Rinehart and Winston.

Leonore Davidoff and Catherine Hall (1987) Family Fortunes. Men and Women of the English Middle Class, 1780-1850, London : Hutchinson.

Chris Fuller (1989) "British India or Traditional India? : Land, Caste and Power." in Hamza Alavi and John Harriss eds. South Asia. Sociology of "Developing Societies," London : Macmillan.

Catherine Hall (1992) "The History of the Housewife." White, Male and Middle Class. Explorations in Feminism and History, Cambridge : Polity Press.

Ladislav Holy (1996) Anthropological Perspectives on Kinship, London : Pluto Press.

David E. Hunter, Philip Whitten eds. (1976) Encyclopedia of Anthropology, New York : Harper & Row Publishers.

Roger M. Keesing (1975) Kin Groups and Social Structure, Florida : Harcourt Brace Jovanovich College Publishers.

Serena Nanda (1987) Cultural Anthropolgy, 3rd edn, London : Wadsworth Publishing Company.

Rayna Rapp (1982) "Family and Class in Contemporary America : Notes Toward an Understanding of Ideology, "in Barrie Thorne with Marilyn Yalom eds., Rethinking the Family. Some Feminist Questions, New York and London : Longman.

Janet Sayers, Mary Evans and Nanneke Redclift eds. (1987) Engels Revisited. New Feminist Essays, London and New York : Tavistock Publications.

Charlotte Seymour-Smith (1986) Macmillan Dictionary of Anthropology, London : The Macmillan Press Ltd.

Hilary Standing (1991) Dependence and Autonomy. Women's Autonomy and the Family in Calcutta, London : Routledge.

লুইস হেনরি মর্গার, আদিম সমাজ বা মানব জাতির আদিম ও বর্বর অবস্থার মধ্য দিয়ে সভ্যতায় যাত্রার অগ্রগতির ধারার উপর গবেষণা, অনুবাদ ও সম্পাদনা, বুলবুল ওসমান (১৯৮৫) ঢাকা: বাংলা একাডেমী (দ্বিতীয় প্রকাশ)

এঙ্গেলসের The Origin of the Family, Private Property and State গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদ সংকলিত হয়েছে কার্ল মার্কস ও ফ্রেডেরিক এঙ্গেলস রচনা সংকলনে, দ্বিতীয় খন্ড, প্রথম অংশ, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, প্রকাশনা বছর অনুল্লেখিত।

সায়দিয়া গুলরুখ, মানস চৌধুরী সম্পাদিত (২০০০) কর্তার সংসার। নারীবাদী রচনা সংকলন, রূপান্তর প্রকাশনা, ঢাকা।